সীমা সিং

বনাম

কেন্দ্রীয় তদন্ত এবং আরেকজন

(২০১৮ সালের ফৌজদারি আপিল নং ৫৬৯)

এপ্রিল ১৮, ২০১৮

[এ. কে. সিক্রি এবং অশোক ভূষণ, বিচারপতিদ্বয়]

জামিন – মঞ্জুরি – কখন যুক্তিযুক্ত – আপিলকারীর মেয়ে ২নং বিবাদীর সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন, কিন্তু পরবর্তীতে ২নং বিবাদীর পরিবারের সামাজিক অসম্মতির কারণে আপিলকারীর বাড়িতে বসবাস করতে যান – পরবর্তীতে, ২নং বিবাদী তার স্ত্রীর সাথে নতুন দিল্লি/লেহ ভ্রমণের পরিকল্পনা করেন, যিনি তাদের যাত্রাপথে মারা যান যখন তারা যে গাড়িতে ভ্রমণ করছিলেন সেটি নাকি দুর্ঘটনায় পড়েছিল – আপিলকারী কর্তৃক ৪৯৮-এ, ৩০২ এবং ১২০-খ আইপিসি ধারায় এফআইআর দায়ের করা হয় – রাজ্য সরকার মামলাটি সিবিআই-এর কাছে হস্তান্তর করে – ২নং প্রতিবাদীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল কিন্তু হাইকোর্ট তাকে জামিন মঞ্জুর করে – আপিলে, রায় হল: নিঃসন্দেহে, যে অপরাধে ২নং বিবাদী অভিযুক্ত, তা গুরুতর, তবে শুধুমাত্র সেই কারণে জামিনের সুবিধা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করা যায় না, যদি জামিন মঞ্জুরের জন্য অন্যান্য অপ্রতিরোধ্য পরিস্থিতি থাকে – এটি অনস্বীকার্য যে ঘটনার পর, আপিলকারী, অন্যান্য পরিবারের সদস্য এবং পরিবারের ঘনিষ্ঠ কিছু ডাক্তার উপস্থিত হয়েছিলেন এবং তাদের উপস্থিতিতে ময়নাতদন্ত করা হয়েছিল, কিন্তু কেউই কোনো সন্দেহ পোষণ করেননি – ঘটনার নয় দিন পর এফআইআর দায়ের করা হয়েছিল – এছাড়াও, আপিলকারী কর্তৃক নির্ভরশীল সিআরআরআই, এইমস, সিএফএসএল এবং আইআইটি-এর রিপোর্টের প্রমাণিক মূল্য এখনও পরীক্ষা করা বাকি, বিশেষত যখন এই রিপোর্টগুলি ঘটনার অনেক পরে করা গবেষণার ভিত্তিতে দেওয়া হয়েছে – আপিলকৃত আদেশটি একটি সুনির্দিষ্ট আদেশ ('স্পিকিং অর্ডার') – ২নং প্রতিবাদীকে জামিন মঞ্জুরের জন্য হাইকোর্টের দেওয়া কারণগুলিকে বিকৃত বলা যায় না – ভারতীয় দণ্ডবিধি, ১৮৬০ – ধারা ৪৯৮-এ, ৩০২ এবং ১২০।

আপিল খারিজ করে আদালত

আদেশঃ ১.১ জামিন মঞ্জুরের আদেশে হস্তক্ষেপের সীমিত সুযোগ এবং যে পরামিতিগুলোর ওপর ভিত্তি করে এ ধরনের আদেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করা যেতে পারে, সেগুলোর কথা মাথায় রেখে, ২নং প্রতিবাদীকে জামিন মঞ্জুরের জন্য হাইকোর্টের দেওয়া কারণগুলোকে বিকৃত বলা যায় না। হাইকোর্ট জামিনের আবেদন বিবেচনা করার সময় প্রাসঙ্গিক

বিষয়গুলো বিবেচনায় রেখেছিলেন।২ নং বিবাদীর বিরুদ্ধে যে অপরাধের অভিযোগ আনা হয়েছে, তা নিঃসন্দেহে গুরুতর। তবে, শুধুমাত্র এই কারণে জামিনের সুবিধা পুরোপুরি অস্বীকার করা যায় না, যদি জামিন মঞ্জুর করার মতো অন্যান্য জোরালো পরিস্থিতি থাকে। হাইকোর্ট সেই কারণগুলো আলোচনা করেছেন। নিঃসন্দেহে, আপিলকারীরা সিআরআরআই, এআইআইএমএস, সিএফএসএল এবং আইআইটি-এর রিপোর্টগুলো ব্যাপকভাবে উল্লেখ করেছেন। এই রিপোর্টগুলোর প্রমাণিক মূল্য এখনও যাচাই করা বাকি, বিশেষ করে যখন এই রিপোর্টগুলো ঘটনার অনেক পরে করা গবেষণার ভিত্তিতে দেওয়া হয়েছে। এআইআইএমএস-এর রিপোর্টটি ফটোগ্রাফের ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে, মৃতদেহের ময়নাতদন্তের ভিত্তিতে নয়। উপরন্তু, ২ নং বিবাদী একটি আবেদন করেছেন যে এআইআইএমএস কোনো চূড়ান্ত মতামত দেয়নি। তার মতে, অন্যান্য রিপোর্টগুলোর ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। এই পর্যায়ে এই রিপোর্টগুলো গভীরভাবে পরীক্ষা করা হবে না, কারণ এই কাজটি বিচারিক আদালত করবে যখন এই রিপোর্টগুলো প্রস্তুতকারীরা প্রমাণ করবে এবং তাদের জেরা করা হবে। উপরন্তু, একটি ফৌজদারি মামলায় যেখানে ২ নং বিবাদীর বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ আনা হয়েছে, সেখানে যুক্তিযুক্ত সন্দেহের ঊর্ধ্বে এটি প্রতিষ্ঠা করার দায়িত্ব প্রসিকিউশনের যে, আপিলকারীর মেয়ের মৃত্যু একটি হত্যাকাণ্ডের ফল এবং ২ নং প্রতিবাদীই উক্ত হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছেন। কথিত দুর্ঘটনা সম্পর্কে তার আত্মপক্ষ সমর্থন একটি মাত্র কারণ যা খতিয়ে দেখা হবে যে, তার দেওয়া গল্পটি সঠিক কিনা এবং তার প্রভাব কী। হাইকোর্ট ২ নং প্রতিবাদীকে জামিন মঞ্জুর করার সময় প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলো বিবেচনা করেছেন। আপিলকৃত আদেশটিও একটি যুক্তিযুক্ত এবং কারণসহ আদেশ।

১.২ এটি অনস্বীকার্য যে ঘটনার পর আপিলকারী, পরিবারের অন্যান্য সদস্য এবং পরিবারের ঘনিষ্ঠ কিছু ডাক্তার উপস্থিত হয়েছিলেন। তাদের উপস্থিতিতে ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হয়েছিল। সেই পর্যায়ে কেউ কোনো সন্দেহ পোষণ করেননি। ঘটনার নয় দিন পর এফআইআর দায়ের করা হয়েছিল। সিবিআই তদন্তকালে যে তথ্য সংগ্রহ করেছে, তা দালিলিক প্রকৃতির, যা তাদের সামনে উপস্থাপিত ফটোগ্রাফের ভিত্তিতে দেওয়া হয়েছে এবং বিচারের সময় তা পরীক্ষা করা হবে।

নীরু যাদব বনাম উত্তর প্রদেশ রাজ্য ও আরেকজন (২০১৬) ১৫ এস সি সি ৪২২ : [২০১৫] ১০ এস সি আর ৮০২; প্রশান্ত কুমার সরকার বনাম আশীষ চ্যাটার্জি ও আরেকজন (২০১০) ১৪ এস সি সি ৪৯৬ : [২০১০] ১২ এস সি আর ১১৬৫ – অপ্রযোজ্য বলে রায় দেওয়া হয়েছে।

দাতারাম সিং বনাম উত্তরপ্রদেশ রাজ্য ও আরেকজন (২০১৮) ৩ এস. সি. সি ২২-এর উপর নির্ভরশীল।

টোমাসো ব্রুনো এবং আরেকজন বনাম উত্তর প্রদেশ রাজ্য (২০১৫) ৭ এস. সি. সি ১৭৮: [২০১৫] ১ এস. সি. আর ৭২১; সিদ্ধারাম সাতলিঙ্গপ্পা মেত্রা বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য ও অন্যান্যরা (২০১১) ১ এস. সি. সি ৬৯৪: [২০১০] ১৫ এস. সি. আর ২০১-উল্লেখ করা হয়েছে।

মামলা প্রসঙ্গঃ

[২০১৫] ১০ এস.সি.আর. ৮০২	প্রযোজ্য নয় বলে গণ্য	অনুচ্ছেদ ১১
[২০১০] ১২ এস.সি.আর. ১১৬৫	প্রযোজ্য নয় বলে গণ্য	অনুচ্ছেদ ১১
[২০১৫] ১ এস.সি.আর. ৭২১	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১২
[২০১০] ১৫ এস.সি.আর. ২০১	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১২
(২০১৮) ৩ এস.সি.সি. ২২	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১৪

ফৌজদারি আপিল এখতিয়ারঃ ২০১৮ সালের ৫৬৯ নং ফৌজদারি আপিল।

ফৌজদারি বিবিধতার মামলায় এলাহাবাদের হাইকোর্টের বিচার বিভাগের রায় ও আদেশ থেকে। ২০১৭ সালের ৪৬৫২ নং জামিনের আবেদন।

সিআরএল. ২০১৮ সালের এ. নং ৫৭০ সহ।

মনিন্দর সিং, এএসজি, রানা মুখার্জি, মনন কুমার মিশ্র, প্রবীণ আইনজীবী, প্রশান্ত ভূষণ, সুশ্রী নেহা রাঠি, প্রণয় সচদেব, সুশ্রী সুষমা মনচান্দা, রাজেশ সিং চৌহান, সুশ্রী ডেইজি হান্না, সুশ্রী কস্তুরিকা কৌমুদি, সুশ্রী শ্রীওশি চ্যাটার্জি, সুশ্রী একতা প্রধান, মুকেশ কুমার মারোরিয়া, সাই গিরধর, সুশ্রী অঞ্জুল দ্বিবেদী, অঞ্জনি কুমার মিশ্র, প্রকাশ গৌতম, আইনজীবীরা উপস্থিত দলগুলির জন্য।

আদালতের রায় প্রদান করেছিলেন

এ. কে. সিকরি, বিচারপতি। ১. ডায়েরি নং ২৬৩৩৯/২০১৭-এর বিলম্ব ক্ষমা করা হলো।

২. অনুমতির অনুমতি দেওয়া হলো।

৩. বিশেষ অনুমতি পিটিশন (ফৌজদারি) নং ৫৬১১/২০১৭ থেকে উদ্ভূত ফৌজদারি আপিলে, আপিলকারী, যার অভিযোগের ভিত্তিতে বর্তমানের ২ নং বিবাদীর বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৯৮-এ, ৩০২ এবং ১২০-খ ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে, এলাহাবাদ

হাইকোর্টের ২০১৭ সালের ৯ই মার্চের আদেশকে চ্যালেঞ্জ করেছেন, যার মাধ্যমে ২ নং প্রতিবাদীকে নিম্নলিখিত শর্তসাপেক্ষে জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়েছে:

"(ক) আবেদনকারী রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষ্যপ্রমাণ নষ্ট করবেন না।

(খ) আবেদনকারী রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষীদের উপর চাপ দেবেন না।

(গ) আবেদনকারী বিচার আদালত কর্তৃক নির্ধারিত তারিখে হাজির হবেন।

(ঘ) আবেদনকারী যে অপরাধের জন্য অভিযুক্ত, বা যে অপরাধের জন্য তাকে সন্দেহ করা হচ্ছে, সেই অপরাধের সমতুল্য কোনও অপরাধ করবেন না।

(ঙ) আবেদনকারী এমন কোনো অপরাধ করবেন না, যার জন্য তিনি অভিযুক্ত বা যার কমিশন সম্পর্কে তাকে সন্দেহ করা হচ্ছে।

যদি উপরে উল্লিখিত শর্তগুলির কোনোটির খেলাপ হয়, তাহলে বিরোধী পক্ষের জন্য সংশ্লিষ্ট আদালতে জামিন বাতিলের জন্য আবেদন করার সুযোগ থাকবে।

তবে, নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্ন আদালতে বিচারাধীন উক্ত মামলাটি দ্রুত নিষ্পত্তি করা হোক, সম্ভব হলে এক বছরের মধ্যে, ফৌজদারি কার্যবিধির ৩০৯ ধারা অনুযায়ী প্রতিদিনের ভিত্তিতে এবং মাননীয় সর্বোচ্চ আদালতের সাম্প্রতিক রায় বিনোদ কুমার বনাম পাঞ্জাব রাজ্য; ২০১৫ (৩) এস সি সি ২২০ মামলায় নির্ধারিত নীতি অনুসারে, যদি কোনো আইনি বাধা না থাকে।

এটি স্পষ্ট করে জানানো হচ্ছে যে, যদি সাক্ষীরা সংশ্লিষ্ট আদালতে হাজির না হন, তাহলে সংশ্লিষ্ট আদালতকে আইন অনুযায়ী সাক্ষীদের উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় জোরপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণের স্বাধীনতা দেওয়া হলো।

উপরোক্ত শর্তাবলী ছাড়াও, আরও বলা হচ্ছে যে, আবেদনকারী তার মুক্তির তারিখ থেকে দুই সপ্তাহের মধ্যে সংশ্লিষ্ট আদালতে তার পাসপোর্ট জমা দেবেন এবং তদন্তে সহযোগিতা করবেন। আরও বলা হচ্ছে যে, আবেদনকারী প্রতিটি তারিখে সংশ্লিষ্ট আদালতে নিজেই উপস্থিত থাকবেন এবং কোনো প্রকার মুলতবি চাইবেন না। যদি কোনো ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে

মুলতবি চাওয়া হয়, তবে আদালত সেই মুলতবি মঞ্জুর করার সময় আদেশে তার কারণ নির্দিষ্ট করে উল্লেখ করবেন। এছাড়াও বলা হচ্ছে যে, যদি ঠিকানার কোনো পরিবর্তন হয়, তাহলে অবিলম্বে সংশ্লিষ্ট এস.এস.পি. এবং আদালতকে জানাতে হবে।

অভিযোগকারীর বিজ্ঞ আইনজীবীকেও এই স্বাধীনতা দেওয়া হচ্ছে যে, যদি আবেদনকারী উপরোক্ত শর্তাবলীর কোনোটি ভঙ্গ করেন, তাহলে তিনি সংশ্লিষ্ট আদালতেই জামিন বাতিলের আবেদন দাখিল করতে পারবেন।

৪। সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (সি. বি. আই) একই স্বস্তির জন্য অন্য আবেদনটি পছন্দ করে কারণ সি. বি. আইও উপরোক্ত মামলায় বিচারের মুখোমুখি হওয়া ২ নং আসামীকে জামিন মঞ্জুর করার একই আদেশে ক্ষুব্ধ বোধ করে।

৫। ২ নং বিবাদীর বিরুদ্ধে অভিযোগের মূল কথা হলো যে, তিনি তার স্ত্রী শ্রীমতি সারা সিংকে খুন করেছেন। চার্জশীটে অভিযোগ করা হয়েছে যে, ২ নং বিবাদী ২০১৩ সালের ২৭শে জুলাই লখনউয়ের আর্য সমাজ মন্দিরে মৃতার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন, এরপর ২ নং বিবাদীর পরিবারের সদস্যরা তাদের বিবাহ সামাজিকভাবে মেনে না নেওয়ায় মৃতার মায়ের বাড়িতে থাকতে চলে যান। তিনি তার মায়ের বাড়িতেই থাকতেন যখন হঠাৎ করে ২ নং বিবাদী তার স্ত্রীর সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ শুরু করেন এবং ২০১৫ সালের জুলাই মাসে তার সাথে নতুন দিল্লি/লেহ ভ্রমণের পরিকল্পনা করেন। তাদের যাত্রাপথে, ২০১৫ সালের ৯ই জুলাই সিরসাগঞ্জ, জেলা ফিরোজাবাদ এর কাছে মারুতি সুইফট গাড়িটি দুর্ঘটনার শিকার হয়েছিল বলে অভিযোগ। এটি কোনো দুর্ঘটনা ছিল না বরং মৃতকে সরিয়ে ফেলার একটি পূর্বপরিকল্পিত চক্রান্ত ছিল এবং পরবর্তীতে ২০১৫ সালের ১৮ই জুলাই মৃতার মা, বর্তমান আপিলকারী কর্তৃক একটি এফআইআর দায়ের করা হয়। ফলস্বরূপ, ফিরোজাবাদ জেলার সিরসাগঞ্জ পুলিশ স্টেশনে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৯৮-এ, ৩০২ এবং ১২০-খ ধারায় মামলা নং ৩৮৭/২০১৫ নিবন্ধিত হয়। রাজ্য সরকার ২০১৫ সালের ২৪শে জুলাই জারি করা একটি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে মামলাটি সিবিআই-এর কাছে হস্তান্তর করে এবং ২০১৫ সালের ১৪ই অক্টোবর ভারত সরকারের পার্সোনেল ও প্রশিক্ষণ বিভাগ, নতুন দিল্লি থেকে আরেকটি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। উপরোক্ত বিজ্ঞপ্তিগুলোর অনুসরণে, সিবিআই ২০১৫ সালের ১৯শে অক্টোবর আরসি নং ৬ (এস)/২০১৫/এসসিইউ.V/এসসি.II/সিবিআই নম্বরের একটি মামলা দায়ের করে এবং সেই অনুযায়ী সিবিআই ২০১৫ সালের ১৯শে অক্টোবর উপরোক্ত মামলার তদন্ত শুরু করে। পরবর্তীতে, সিবিআই কর্তৃক সংগৃহীত প্রমাণের ভিত্তিতে, ২ নং প্রতিবাদীকে ২০১৬ সালের ২৫শে নভেম্বর গ্রেপ্তার করা হয়। এরপর, ২ নং বিবাদী গাজিয়াবাদের বিশেষ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সিবিআই-এর কাছে তার জামিনের আবেদন দাখিল করেন যা ২০১৬ সালের ১৫ই ডিসেম্বরের আদেশ দ্বারা প্রত্যাখ্যান করা হয়। ২০১৭ সালের ১৩ই

জানুয়ারীর আদেশে আরেকটি জামিনের আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হয়। অবশেষে এলাহাবাদ হাইকোর্টে জামিনের আবেদন দাখিল করা হয় যা ২০১৭ সালের ৯ই মার্চের বিতর্কিত আদেশ দ্বারা মঞ্জুর করা হয়েছে এবং জামিন দেওয়া হয়েছে।

৬. উপরের থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ২ নং বিবাদী বলেন যে, প্রশ্নবিদ্ধ ঘটনাটি নিছক একটি দুর্ঘটনা ছিল, যেখানে তাঁর স্ত্রী মারা গিয়েছিলেন, অন্যদিকে রাষ্ট্রপক্ষ অভিযোগ করে যে, বাস্তবে ২ নং বিবাদী তাঁর স্ত্রীকে হত্যা করেছিলেন এবং তারপরে মঞ্চটি উক্ত দুর্ঘটনাটি পরিচালনা করেছিলেন যাতে দেখা যায় যে, উক্ত দুর্ঘটনায় সারা সিং মারা গেছেন।

৭। বিবাদী নং ২-এর মতে, ২০১৫ সালের ৯ই জুলাই যখন তাঁদের গাড়ি একটি দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয়, যা তাঁর দ্বারা চালিত ছিল এবং তাঁর স্ত্রী জারা সিংও সেখানে বসে ছিলেন, তখন তিনি গুরুতরভাবে আহত হন এবং যখন তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, তখন তাঁর মৃত্যু হয় এবং তাঁকে জেলা হাসপাতাল, ফিরোজাবাদ দ্বারা মৃত ঘোষণা করা হয়। দেহের ময়নাতদন্ত করা হয় এবং প্রতিবেদন অনুসারে, মৃত্যুর কারণ ছিল উক্ত দুর্ঘটনায় প্রাপ্ত আঘাতের কারণে। সারা সিং-কে দাহ করা হয়। যাইহোক, ১৮ই জুলাই, ২০১৫-এ, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে এবং সারা সিং-কে হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ করে এফআইআর দায়ের করা হয়। মামলার তদন্ত সিবিআই-তে স্থানান্তরিত হওয়ার পরে, সিবিআই সেই রিপোর্টটি পেয়েছে। সেন্ট্রাল রোড রিসার্চ ইনস্টিটিউট (সিআরআরআই), অল ইন্ডিয়া মেডিকেল সায়েন্সেস ইনস্টিটিউট (এইমস) দ্বারা গঠিত মেডিকেল বোর্ডের রিপোর্ট, এইমস, নিউ দিল্লি (এফ. আই. টি.) থেকে, ফরেন্সিক রিপোর্ট, এবং এফ. আই. আই. টি./ইন্ডিয়ান সায়েন্স ল্যাবরেটরি, নিউ দিল্লি (এফ. আই. আই. টি.) থেকে, ফরেন্সিক রিপোর্ট হিসাবে জমা দেওয়া হয়েছে।

৮। ২০১৬ সালের ২৫শে নভেম্বর বিবাদী নং ২-কে গ্রেপ্তার করা হয় এবং ২০১৭ সালের ৯ই মার্চ তাঁকে জামিন দেওয়া হয়। এইভাবে, তিনি দেড় মাস ধরে হেফাজতে ছিলেন।

৯। হাইকোর্টে জামিনের আবেদনের সমর্থনে ২ নং আসামীর দায়ের করা মামলাটি ছিল যে অভিযুক্ত এবং তার স্ত্রী লেহ যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিল এবং যখন তারা ফিরোজাবাদে পৌঁছায়, তখন অভিযুক্ত দেখতে পায় যে একটি ছোট স্কুল ছাত্রী তার সাইকেলে অন্য দিক থেকে আসছে, তাকে বাঁচানোর জন্য অভিযুক্তকে তার গাড়িতে হঠাৎ ব্রেক লাগাতে হয়েছিল যা উচ্চ গতিতে চালানো হচ্ছিল এবং স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে দিতে হয়েছিল যার ফলস্বরূপ গাড়িটি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় এবং রাস্তার পাশের একটি খাদে পড়ে যায়। ফলস্বরূপ গাড়িটি ছিটকে পড়ে এবং উল্টে যায়। আরও যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে, ঘটনার কোনো প্রত্যক্ষদর্শী ছিল না এবং

সিবিআই কর্তৃক নির্ধারিত ভূমিকা অনুযায়ী ২ নং বিবাদীর অংশগ্রহণের বিষয়ে কোনো প্রমাণও ছিল না। জামিনের বিরোধিতা করার সময় রাষ্ট্রপক্ষ সিআরআরআই, এআইএমএস, সিএফএসএল এবং আইআইটি-র প্রতিবেদনের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। এই প্রতিবেদনের ভিত্তিতে যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে এটি কোনও দুর্ঘটনা নয় যা ২ নং বাদী বর্ণনা করেছেন এবং তাই এটি একটি পূর্বপরিকল্পিত হত্যার ফলাফল ছিল। এ. আই. এম. এস-এর প্রতিবেদনের উল্লেখ করে যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে সারা সিংকে প্রাথমিকভাবে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়েছিল এবং তারপরে অপরাধের দৃশ্য তৈরি করা হয়েছিল যাতে দুর্ঘটনাটি চূড়ান্ত বিন্দুতে পরিণত হয়েছিল। এটিও জোর দেওয়া হয়েছিল যে ২ নং আসামীর তিনটি মামলার ফৌজদারি ইতিহাস ছিল।

১০. হাইকোর্টের আদেশ দেখায় যে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর সময় যে ২ নং বিবাদী জামিনের অধিকারী ছিলেন, বিচারের মুলতুবি, নিম্নলিখিত কারণগুলি তার সাথে ওজন করা হয়েছেঃ

(ক) ময়নাতদন্তের ভিডিওগ্রাফি করা হয়নি।

(খ) কথিত দুর্ঘটনার পরে, ২ নং বিবাদী মৃতের পরিবারের সদস্যদের এই বিষয়ে অবহিত করেছিলেন। এই তথ্য পাওয়ার পরে, মৃতের মা এসেছিলেন এবং ময়নাতদন্ত তাঁর এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের উপস্থিতিতে করা হয়েছিল। সেই সময়, কিছু ডাক্তার যারা মৃতের পরিবারের ঘনিষ্ঠ এবং সুপরিচিত ছিলেন তারাও ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন এবং তারা ময়নাতদন্তের আগে দেহের কিছু ছবি তুলেছিলেন। সেই সময়ে, এই ব্যক্তিদের মধ্যে কেউই ময়নাতদন্তের ভিডিওগ্রাফি না করার বিষয়ে কোনও আপত্তি উত্থাপন করেননি। তারা দ্বিতীয় ময়নাতদন্তের দাবি করেননি, সন্দেহ থাকলে,

(গ) এ. আই. এম. এস-এর রিপোর্টের ক্ষেত্রে, এটি সম্পূর্ণরূপে সেই ফটোগ্রাফের উপর ভিত্তি করে যা চিকিৎসকদের প্যানেলকে দেওয়া হয়েছিল এবং এইভাবে, চিকিৎসকরা কখনও মৃত ব্যক্তির দেহের কোনও ময়নাতদন্ত করেননি।

(ঘ) কোনও প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ নেই যা দেখাতে পারে যে মেয়েটিকে পথে হয় নির্যাতন করা হয়েছিল বা হুমকি দেওয়া হয়েছিল বা সে আহত হয়েছিল, যদিও এই বিষয়ে অস্পষ্ট অভিযোগ করা হয়েছে তবে কোনও সহায়ক নথি ছাড়াই,

(ঙ) তদন্তের পরে, চার্জশিটটি সি. বি. এল দ্বারা দাখিল করা হয়েছিল 'চার্জশিটের মূল বিষয় হল শুধুমাত্র ডকুমেন্টারি প্রমাণ এবং কোনও প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ নয়। ডকুমেন্টারি প্রমাণ ইতিমধ্যে সি. বি. আই-এর কাছে উপলব্ধ। অতএব, তদন্তে বাধা দেওয়া বা প্রমাণ নষ্ট করা বা জামিনে মুক্তি পেলে কাউকে হুমকি দেওয়ার ক্ষেত্রে ২ নং উত্তরদাতার কোনও সম্ভাব্য আশঙ্কা নেই।

(চ) অভিযুক্তদেরও পলাতক হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই।

১১. অভিযোগকারি পক্ষে যুক্তি উপস্থাপনকারী প্রশান্ত ভূষণ এবং সিবিআই-এর পক্ষে যুক্তি উপস্থাপনকারী অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল মনিন্দর সিং, বিশেষজ্ঞ সংস্থাগুলো, যেমন সিআরআরআই, এআইআইএমএস, সিএফএসএল এবং আইআইটি-এর উপরোক্ত রিপোর্টগুলো থেকে বিস্তারিত পড়ে শোনান। তাদের দ্বারা এটি পেশ করা হয়েছিল যে সিআরআরআই-এর রিপোর্ট স্পষ্টভাবে চিত্রিত করেছে যে গাড়ির অবস্থা এবং দুর্ঘটনার স্থান বিবেচনা করে ২ নং বিবাদী দ্বারা বর্ণিত এমন কোনো দুর্ঘটনার সম্ভাবনা ছিল না। এটি ছিল, এইভাবে, অভিযুক্ত দ্বারা উপস্থাপিত একটি মনগড়া গল্প। এআইআইএমএস-এর ডাক্তারদের দ্বারা দাখিলকৃত রিপোর্ট থেকে এটি উল্লেখ করা হয়েছিল যে মৃত্যুর কারণ ছিল গলায় লিগেচার দ্বারা মারাত্মক চাপ এবং এটি ইঙ্গিত করে যে সারা সিং দুর্ঘটনায় মারা যাননি বরং অভিযুক্ত দ্বারা শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়েছিল। সিএফএসএল এবং আইআইটি-এর রিপোর্টগুলোও একইভাবে প্রসিকিউশন দ্বারা উপস্থাপিত উপরোক্ত মামলাকে সমর্থন করার জন্য পড়ে শোনানো হয়েছিল, অর্থাৎ, ২ নং বিবাদী দ্বারা প্রদর্শিত কথিত দুর্ঘটনা ঘটতে পারত না এবং তাই, তিনি একটি মিথ্যা মামলা তৈরি করছিলেন যে সারা সিং একটি দুর্ঘটনায় মারা গেছেন। আরও যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে, ২ নং বিবাদী দ্বারা উপস্থাপিত আত্মপক্ষ সমর্থন মিথ্যা ছিল কারণ কথিত ঘটনাটি যখন ঘটেছিল তখন দুজনেই উক্ত গাড়িতে বসে ছিলেন এবং কীভাবে এটি সম্ভব যে একজন যাত্রী (অর্থাৎ সারা সিং) মারা গেছেন এবং অন্যজন (অর্থাৎ ২ নং প্রতিবাদী) সামান্য আঘাতও পাননি। এইভাবে, এটি আবেদন করা হয়েছিল যে যখন চার্জশিট মিথ্যা প্রমাণ করার মতো কিছুই ছিল না এবং এটিও রেকর্ডে এসেছে যে অভিযুক্ত একজন ইতিহাস-শীটার এবং প্রভাবশালী রাজনৈতিক পরিবারের সদস্য, তখন হাইকোর্টের উচিত ছিল না জামিন মঞ্জুর করা। শ্রী ভূষণ তার যুক্তির সমর্থনে এই আদালতের নিম্নলিখিত রায়গুলোও উল্লেখ করেছেন যে এটি হাইকোর্টের জামিন মঞ্জুরের আদেশ বাতিল করার একটি উপযুক্ত মামলা ছিল:

"(i) নীরু যাদব বনাম উত্তরপ্রদেশ রাজ্য ও আরেকজন[১]

"১৫। যেহেতু আইনের এই অবস্থান, তাই মেঘহীন আকাশের মতো এটা স্পষ্ট যে, হাইকোর্ট অভিযুক্তদের অপরাধমূলক পূর্বসূরীদের সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছে। হাইকোর্টের কাছে যা গুরুত্ব পেয়েছে তা হল সমতার মতবাদ। প্রকৃতির সঙ্গে জড়িত একজন হিস্ট্রি-শিটার। অপরাধগুলি যা আমরা এখানে উপরে পুনরুত্পাদন করেছি, সেগুলি ছোটখাটো অপরাধ নয় যাতে তাকে হেফাজতে রাখা না হয়, তবে অপরাধগুলি জঘন্য প্রকৃতির এবং এই জাতীয় অপরাধগুলি কোনও কল্পনার প্রসার ছাড়াই জেজুন হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। এই জাতীয় ঘটনাগুলি প্রবল ঝড় এবং বজ্রপাত সৃষ্টি করে যা প্রবল ঝড়ের সম্ভাবনা তৈরি করে

১ (২০১৬) ১৫ এস সি সি ৪২২

বিশ্লেষণাত্মক মনের মধ্যে বৃষ্টি। আইনটি আশা করে যে এই ধরনের অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বড় পরিসরে স্বীকার করার সময় বিচার বিভাগ সতর্ক থাকবে এবং তাই, জোর দেওয়া হয় বিচক্ষণতার সাথে বিচক্ষণতার অনুশীলনের উপর, অদ্ভুত পদ্ধতিতে নয়,

XXX XXX

১৮। মামলাটি ছেড়ে দেওয়ার আগে, আমরা লাভ বি দিয়ে পুনরাবৃত্তি করতে পারি যে এটি বাতিলকরণ হিসাবে জামিন বাতিলের আবেদন নয় তত্ত্বাবধায়ক পরিস্থিতির কারণে চাওয়া হয় না। হাইকোর্টের জারি করা আদেশ বাতিল করার আবেদন করা হয়েছে কারণ অনেক প্রাসঙ্গিক বিষয় বিবেচনা করা হয়নি যার মধ্যে অভিযুক্তদের অপরাধমূলক পূর্বসূরী অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং যা আদেশটিকে একটি বিচ্যুত করে তোলে। অতএব, অনিবার্য ফলাফল হল বিতর্কিত আদেশ [বুধপাল বনাম ইউ. পি. রাজ্য, ২০১৪ এস. সি. সি অনলাইন অল ১৪৮১৫] বাতিল করা। "

(ii) প্রশান্ত কুমার সরকার বনাম আশীষ চ্যাটার্জি এবং আরেকজন[২]

"৯। আমাদের অভিমত হল যে বিতর্কিত আদেশটি স্পষ্টতই অস্থায়িত্বহীন। এটি সামান্য বিষয় যে এই আদালত সাধারণত অভিযুক্তদের জামিন মঞ্জুর বা প্রত্যাখ্যান করার জন্য হাইকোর্টের জারি করা আদেশে হস্তক্ষেপ করে না। তবে, এই বিষয়ে এই আদালতের অনেক সিদ্ধান্তে বর্ণিত মৌলিক নীতিগুলি যথাযথভাবে, সতর্কতার সাথে এবং কঠোরভাবে মেনে চলার জন্য হাইকোর্টের উপর সমানভাবে দায়বদ্ধ। এটি ভালভাবে স্থির করা হয়েছে যে, অন্যান্য পরিস্থিতির মধ্যে, জামিনের আবেদন বিবেচনা করার সময় মনে রাখা কারণগুলি হলঃ

(i) অভিযুক্ত যে অপরাধটি করেছে তা বিশ্বাস করার জন্য কোনও প্রাথমিক বা যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি আছে কি না;

(i) অভিযোগের প্রকৃতি এবং গুরুত্ব;

(iii) দোষী সাব্যস্ত হওয়ার ক্ষেত্রে শাস্তির তীব্রতা;

(iv) জামিনে মুক্তি পেলে অভিযুক্তের পালিয়ে যাওয়া বা পালানোর ঝুঁকি; জি

(v) চরিত্র, আচরণ, অর্থ, অবস্থান এবং অভিযুক্তের অবস্থান;

(vi) অপরাধের পুনরাবৃত্তি হওয়ার সম্ভাবনা;

২ (২০১০) ১৪ এসসিসি ৪৯৬

(vii) সাক্ষীদের প্রভাবিত হওয়ার যুক্তিসঙ্গত আশঙ্কা; এবং

(viii) বিপদ, অবশ্যই, জামিন মঞ্জুরের মাধ্যমে ন্যায়বিচার ব্যর্থ হওয়ার

[দেখুন ইউ. পি. বনাম অমরমণি ত্রিপাঠি (এস. সি. সি. পৃষ্ঠা ৩১, অনুচ্ছেদ ১৮), প্রহ্লাদ সিং ভাটি বনাম দিল্লির এন. সি. টি, এবং রাম গোবিন্দ উপাধ্যায় বনাম সুদর্শন সিং।

১০. এটা স্পষ্ট যে হাইকোর্ট যদি এই প্রাসঙ্গিক বিবেচনার বিষয়ে বিজ্ঞাপন না দেয় এবং যান্ত্রিকভাবে জামিন মঞ্জুর করে, তবে উক্ত আদেশটি 'মনের প্রয়োগ না করার কুফলের শিকার হবে, যা এটিকে অবৈধ করে তুলবে। মাসরুরে, এই আদালতের একটি ডিভিশন বেঞ্চ, যার মধ্যে আমাদের মধ্যে একজন (ডি. কে. জৈন, বিচারপতি) সদস্য ছিলেন, নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ করেছেনঃ (এস. সি. সি. পৃ. ২৯০, অনুচ্ছেদ ১৩)

"১৩... যদিও জামিন মঞ্জুরের পর্যায়ে মামলার যোগ্যতার সাথে সম্পর্কিত প্রমাণ এবং বিস্তারিত কারণগুলির একটি বিস্তৃত পরীক্ষা এড়ানো উচিত, যা অভিযুক্তকে পক্ষপাতদুষ্ট করতে পারে, তবে এই আদেশে প্রাথমিকভাবে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর কারণগুলি নির্দেশ করার প্রয়োজন রয়েছে যে কেন জামিন দেওয়া হচ্ছে, বিশেষত যেখানে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে গুরুতর দায়িত্ব পালনের অভিযোগ আনা হয়েছে।"

(আরও দেখুন মহারাষ্ট্র রাজ্য বনাম রিতেশ, পঞ্চানন মিশ্র বনাম দিগম্বর মিশ্র, বিজয় কুমার বনাম নরেন্দ্র এবং আনওয়ারি বেগম ওয়াই শের মহম্মদ।)

১১. আমরা লক্ষ্য করতে বাধ্য হয়েছি যে, তাৎক্ষণিক মামলায়, জামিন মঞ্জুরের জন্য অভিযুক্তের আবেদন নিয়ে কাজ করার সময়, হাইকোর্ট উপরে বর্ণিত মৌলিক নীতিগুলির প্রতি সম্পূর্ণ দৃষ্টি হারিয়ে ফেলেছে। বর্তমান মামলায়, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে যে সে একজন বৃদ্ধ অসহায় মহিলাকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করার একটি জঘন্য অপরাধ করেছে, অভিযুক্ত ঘটনার সময় প্রতিবেশী তাকে ভুক্তভোগীর বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে দেখেছিল, যা যুক্তিসঙ্গত বিশ্বাসের জন্ম দিয়েছিল যে সে হত্যা করেছে। আমরা মনে করি যে প্রদত্ত পরিস্থিতিতে, এটি সেই পর্যায় ছিল না যেখানে অভিযুক্তকে আইনের ৪৩৯ ধারার অধীনে জামিন দেওয়া উচিত ছিল, আরও বেশি, যখন এখনও অভিযোগ গঠন করা হয়নি।"

১২। অভিযুক্তদের পক্ষে উপস্থিত প্রবীণ আইনজীবী শ্রী মনন কুমার মিশ্র উপরোক্ত বক্তব্যগুলি দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি বিশেষজ্ঞ সংস্থাগুলির একই প্রতিবেদনগুলি উল্লেখ করে বলেছিলেন যে, এই প্রতিবেদনগুলি সূক্ষ্মভাবে পড়লে তা ইঙ্গিত করে যে, এই প্রতিবেদনগুলির কোনওটিই কোনও চূড়ান্ত এবং চূড়ান্ত মতামত দেয়নি। তিনি এই বিষয়টির উপর জোর দিয়েছিলেন যে, এই প্রতিবেদনগুলি মৃত ব্যক্তির 'দেহ'-এর 'ছবি'-র ময়নাতদন্তের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছিল এবং তাই, কোনও ক্ষেত্রেই খুব বেশি বিশ্বাসযোগ্যতা দেওয়া যায় না। তিনি আরও উল্লেখ করেছিলেন যে এইমস-এর চিকিৎসকদের মতামত সম্পর্কিত, মৃত্যুর কারণ নির্ধারণ করার সময়, মেডিকেল বোর্ড নিজেই সতর্ক করে দিয়েছিল যে এই মামলার তদন্তের পরিস্থিতিগত প্রমাণের সাথে একে সমর্থন করা উচিত। তিনি পুনর্ব্যক্ত করেছিলেন যে, হাইকোর্টের পক্ষ থেকে জমা দেওয়া তাঁর বক্তব্য যথাযথভাবে গ্রহণ করা উচিত ছিল না, এবং তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে, উপরের আদালতের রায়গুলিতে হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়।

(i) টোমাসো ব্রুনো এবং আরেকজন বনাম উত্তর প্রদেশ রাজ্য '

"৩৬। দ্বিতীয় ময়নাতদন্তের রিপোর্টে, প্রদর্শনী কে. এ-১১-এ, পচনের লক্ষণ ছাড়া উল্লেখযোগ্যভাবে কোনও পরিবর্তন হয়নি। দ্বিতীয় ময়নাতদন্তের রিপোর্টে পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছে যে মৃত্যুর কারণ হল" শ্বাসরোধের ফলে শ্বাসকষ্ট "। চিকিৎসকরা মনে করেন, শ্বাসরোধের কারণে শ্বাসরোধ করার জন্য একটি শক্ত ভোঁতা পদার্থ ব্যবহার করা হয়েছে বলে মনে হয়। তবে, ঘর থেকে এমন কোনও শক্ত বা ভোঁতা পদার্থ পাওয়া যায়নি বা জব্দ করা হয়নি, চিকিৎসকরা অভ্যন্তরীণ আঘাতের কোনও শারীরিক লক্ষণ খুঁজে পাননি যেমন. টিস্যুতে রক্তের কোনও অতিরিক্ত বিস্তার বা অন্তর্নিহিত পেশীতে এফ-এর কোনও ক্ষত।

৩৭. ময়নাতদন্তের রিপোর্ট, প্রদর্শক কে এ-১০ এবং কে এ-১১ এবং পিডব্লিউ ১০ এবং ১১-এর প্রমাণ বিবেচনা করে, আমাদের মতে, শ্বাসরোধের ফলে শ্বাসকষ্টের কারণে মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে যুক্তিসঙ্গত সন্দেহ দেখা দেয়, আসুন আমরা পাওয়া আঘাতগুলি বিবেচনা করি মৃত ফ্রান্সেসকো মন্টিসের শরীরে উপসর্গগুলি

"(খ) শ্বাসকষ্টের কারণে চেহারা-মুখটি পুটি এবং সায়ানোজড, এবং পেটচিয়া দিয়ে চিহ্নিত। চোখগুলি স্পষ্ট এবং খোলা থাকে। কিছু ক্ষেত্রে, সেগুলি বন্ধ হতে পারে। 'কনজাংটিভা ভিড় করে এবং পাপড়িগুলি প্রসারিত হয়। চোখের পাতা এবং কনজাংটিভাতে পেটচিয়া দেখা যায়। ঠোঁট নীল হয়। মুখ এবং নাসারন্ধ্র থেকে রক্তাক্ত ফেনা বেরিয়ে যায়, এবং কখনও কখনও মুখ, নাক এবং কান থেকে বিশুদ্ধ রক্তের সমস্যা হয়, বিশেষত যদি প্রচুর হিংসা ব্যবহার করা হয়।' জিহ্বা প্রায়শই ফুলে যায়, ক্ষতযুক্ত, প্রসারিত এবং কালো রঙের হয়, অতিরিক্ত ব্যাপ্তির প্যাচগুলি দেখায় এবং মাঝে মাঝে দাঁত দ্বারা কামড়ানো হয়। ঘাড়ের পিছনে ক্ষত হওয়ার প্রমাণ থাকতে পারে।

(ii) অভ্যন্তরীণ চেহারা-মস্তিষ্ক এবং বুকের অঙ্গগুলি অপসারণের পরে ঘাড় এবং এর কাঠামো পরীক্ষা করা উচিত, যাতে ঘাড় থেকে রক্ত রক্তনালীতে প্রবাহিত হতে পারে। লিগচার চিহ্ন বা আঙুলের চিহ্নের অধীনে উপ-ত্বকের টিস্যুতে রক্তের বহিঃপ্রকাশ ঘটে, সেইসাথে ঘাড়ের সংলগ্ন পেশীগুলিতে, যা সাধারণত ছিদ্র হয়ে যায়। কখনও কখনও, ক্যারোটিড ধমনীর আবরণের ছিদ্র থাকে, পাশাপাশি তাদের দেয়ালে রক্তের নির্গমন সহ অভ্যন্তরীণ কোটও থাকে, হাইয়েড হাড়ের কোমুয়াও থাইরয়েড কার্টিলেজের উচ্চতর কোমুয়া ভেঙে যেতে পারে তবে সার্ভিকাল ভার্টিব্রের ফ্র্যাকচার অত্যন্ত বিরল। এগুলি যত্ন সহকারে সিটুতে বিচ্ছিন্ন করা উচিত কারণ এগুলি ঘাড়ের বিচ্ছিন্নতা থেকে আলাদা করা কঠিন।

(মূল ভাষায় জোর দেওয়া হয়েছে)

XXX XXX XXX

৪০। আদালতগুলি সাধারণত বিশেষজ্ঞ প্রমাণগুলিকে গ্রহণযোগ্যতার বৃহত্তর বোধের সাথে দেখে, তবে এটি সমানভাবে সত্য যে আদালতগুলি বিশেষজ্ঞদের প্রতিবেদন দ্বারা পুরোপুরি পরিচালিত হয় না, বিশেষত যদি এই জাতীয় প্রতিবেদনগুলি নিখুঁত এবং অস্থিতিশীল হয়। আমরা একমত যে বিশেষজ্ঞ মতামতের উদ্দেশ্য প্রাথমিকভাবে আদালতকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে সহায়তা করা তবে এই জাতীয় প্রতিবেদন,

একটি চূড়ান্ত প্রতিবেদন নয়। এই আদালত একটি প্রতিবেদন বিশ্লেষণ করবে বলে আশা করা হচ্ছে, এটি রেকর্ডের অন্যান্য প্রমাণের সাথে একত্রে পড়বে এবং তারপরে এই প্রতিবেদনটি নির্ভরযোগ্য কিনা তা নিয়ে তার চূড়ান্ত মতামত তৈরি করবে। যেমনটি আগে আলোচনা করা হয়েছে, ময়নাতদন্তের প্রতিবেদনে বর্ণিত মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে গুরুতর সন্দেহ দেখা দেয়।

(ii) সিদ্ধারাম সাতলিঙ্গপ্পা ক্ষেত্র বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য ও অন্যান্যরা[৪]

"৮৭. অভিযুক্তের বিরুদ্ধে দায়ের করা অভিযোগটি অভিযোগকারী দায়ের করেছেন কিনা সেই দিকটি সহ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করা দরকার। পূর্ববর্তী সময়ে একটি মিথ্যা বা তুচ্ছ অভিযোগ। অভিযুক্ত এবং অভিযোগকারীর মধ্যে কোনও পারিবারিক বিরোধ রয়েছে কিনা তাও আদালতকে পরীক্ষা করতে হবে এবং অভিযোগকারীকে স্পষ্টভাবে বলতে হবে যে অভিযোগটি যদি মিথ্যা বা তুচ্ছ বলে প্রমাণিত হয় তবে তার বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। অভিযোগকারী এবং তদন্তকারী কর্মকর্তার মধ্যে সঙ্গতি প্রতিষ্ঠিত হলে তদন্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

৮৮। অভিযোগের গুরুত্ব এবং অভিযুক্তের সঠিক ভূমিকা অবশ্যই সঠিকভাবে বোঝা যাবে। গ্রেপ্তারের আগে, গ্রেপ্তারকারী কর্মকর্তাকে অবশ্যই বৈধ কারণগুলি নথিভুক্ত করতে হবে যা মামলার ডায়েরিতে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারের দিকে পরিচালিত করেছে। ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে গ্রেপ্তারের পরপরই কারণগুলি নথিভুক্ত করা যেতে পারে, যাতে জামিনের আবেদন নিয়ে কাজ করার সময় গ্রেপ্তারকারী কর্মকর্তার মন্তব্য এবং পর্যবেক্ষণগুলিও আদালত যথাযথভাবে মূল্যায়ন করতে পারে।

৮৯। আদালতের জন্য সতর্কতার সাথে এবং নিখুঁতভাবে মামলার তথ্য মূল্যায়ন করা আবশ্যক। উপলব্ধ উপাদান এবং নির্দিষ্ট মামলার তথ্যের ভিত্তিতে অবশ্যই বিচক্ষণতা প্রয়োগ করতে হবে। যে ক্ষেত্রে আদালত বিবেচনা করে যে অভিযুক্ত তদন্তে যোগ দিয়েছে এবং সে তদন্তকারী সংস্থার সাথে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করছে এবং পলাতক হওয়ার সম্ভাবনা নেই, সেই ক্ষেত্রে হেফাজতে জিজ্ঞাসাবাদ এড়ানো উচিত।

XXX XXX

১১৫। জোগিন্দর কুমার মামলায় [(১৯৯৪) ৪ এস. সি. সি ২৬০:১৯৯৪ এস. সি. সি (সি. আর. আই) ১১৭২] এই আদালতের তিন বিচারপতির বেঞ্চ

জাতীয় পুলিশ কমিশনের তৃতীয় প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভারতে পুলিশ কর্তৃক গ্রেপ্তারের গুণগত মান পুলিশের দুর্নীতির অন্যতম প্রধান উৎস হিসাবে গ্রেপ্তারের ক্ষমতাকে উল্লেখ করেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, মোট গ্রেপ্তারগুলির প্রায় ৬০ শতাংশ হয় অপ্রয়োজনীয় বা অযৌক্তিক ছিল এবং এই ধরনের অযৌক্তিক পুলিশি পদক্ষেপ কারাগারের ব্যয়ের ৪৩.২% ছিল।

১১৬. ব্যক্তিগত স্বাধীনতা একটি অত্যন্ত মূল্যবান মৌলিক অধিকার এবং এটি কেবল তখনই হ্রাস করা উচিত যখন এটি মামলার অদ্ভুত তথ্য এবং পরিস্থিতি অনুসারে অপরিহার্য হয়ে ওঠে।

১১৭। যদি রাজ্য নিম্নলিখিত পরামর্শগুলি যথাযথ দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করে তবে সম্ভবত অভিযুক্তদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা নিয়মিতভাবে হ্রাস করার প্রয়োজন হবে না। এই পরামর্শগুলি কেবল দৃষ্টান্তমূলক এবং সম্পূর্ণ নয়ঃ

(১) অভিযুক্তকে তদন্তে যোগ দেওয়ার নির্দেশ দিন এবং শুধুমাত্র যখন অভিযুক্ত তদন্তকারী সংস্থার সঙ্গে সহযোগিতা করে না, তখনই কেবল অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হবে।

(২) পাসপোর্ট বা অন্যান্য সম্পর্কিত নথি, যেমন সম্পত্তির মালিকানা দলিল বা অভিযুক্তদের স্থায়ী আমানতের রসিদ/শেয়ার শংসাপত্র বাজেয়াপ্ত করুন।

(৩) অভিযুক্তদের বন্ড কার্যকর করার নির্দেশ দিন।

(৪) অভিযুক্তকে নির্দিষ্ট মামলার তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে প্রসিকিউশন অনুসারে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ব্যক্তির জামিন জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া যেতে পারে।

(৫) অভিযুক্তকে এই অঙ্গীকার পেশ করার নির্দেশ দেওয়া হবে যে, তিনি সাক্ষীদের বসবাসের জায়গায় যাবেন না, যাতে প্রমাণ নষ্ট করার বা অন্যথায় ন্যায়বিচারের গতিপথকে প্রভাবিত করার সম্ভাবনা এড়ানো যায়।

(৬) তদন্তের সময় অল্প সময়ের জন্য ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টগুলি বন্ধ করে দেওয়া হবে।

১১৮। মামলার তথ্য অনুযায়ী, যদি গ্রেপ্তার অপরিহার্য হয়, তবে সেই ক্ষেত্রে গ্রেপ্তারকারী কর্মকর্তাকে অবশ্যই মামলার ডায়েরিতে গ্রেপ্তারের আগে অভিযুক্তের গ্রেপ্তারের কারণগুলি স্পষ্টভাবে নথিভুক্ত করতে হবে, তবে ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে যেখানে

অভিযুক্তকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করুন, কারণগুলি কোনও সময় নষ্ট না করে গ্রেপ্তারের পরপরই এ. কেস ডায়েরিতে রেকর্ড করা উচিত যাতে আদালত যথাযথভাবে বিবেচনা করার সুযোগ পায় নথিভুক্ত কারণের আলোকে জামিন মঞ্জুর বা প্রত্যাখ্যানের মামলা গ্রেপ্তারকারী কর্মকর্তার দ্বারা।

১১৯। ধারা ৪৩৮ সিআরপিসির অধীনে এখতিয়ার প্রয়োগ করা একজন বিচারকের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিচার বিভাগীয় কাজ এবং অবশ্যই কিছু অভিজ্ঞতা এবং ভাল ট্র্যাক রেকর্ড সহ বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের উপর ন্যস্ত করা উচিত। আগাম জামিনের আবেদনে আদালত কর্তৃক প্রদত্ত আদেশে ব্যক্তি এবং সমাজ উভয়েরই গুরুত্বপূর্ণ আগ্রহ রয়েছে।

১২০। বিচার বিভাগীয় আধিকারিক, পুলিশ আধিকারিক এবং তদন্তকারী আধিকারিকদের সামাজিক স্বার্থের সঙ্গে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার গুরুত্ব যথাযথভাবে বোঝার জন্য বিশেষজ্ঞদের দ্বারা পর্যায়ক্রমে কর্মশালা, সিম্পোজিয়াম, সেমিনার এবং বক্তৃতার আয়োজন করা হাইকোর্টগুলির জন্য আবশ্যক। তাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং সামাজিক স্বার্থের মধ্যে সূক্ষ্ম ভারসাম্য বজায় রাখতে শিখতে হবে।

১২১। বিচার বিভাগীয় আধিকারিকদের কাজকর্ম পর্যায়ক্রমে তাঁদের দ্বারা নির্ধারিত মামলার ভিত্তিতে মূল্যায়ন করতে হবে। যদি তাঁরা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও সামাজিক স্বার্থের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে না পারেন, তা হলে তাঁদের কাছে ত্রুটিগুলি তুলে ধরতে হবে এবং ভবিষ্যতে তাঁদের সংশোধনমূলক ব্যবস্থা নিতে বলা যেতে পারে। শেষ পর্যন্ত, জামিন মঞ্জুর বা প্রত্যাখ্যানের পুরো বিচক্ষণতা বিচার বিভাগীয় আধিকারিকদের উপর ছেড়ে দিতে হবে এবং প্রত্যেক অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে জামিন মঞ্জুর বা প্রত্যাখ্যানের বিষয়টি মূলত প্রতিটি মামলার তথ্য ও পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে বিবেচনা করা হয়।

১২২। আমাদের বিবেচনায় সিবিয়া এফ মামলার সাংবিধানিক বেঞ্চ [(১৯৮০) ২ এস. সি. সি ৫৬৫:১৯৮০ এস. সি. সি (সি. আর. আই) ৪৬৫] ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৪৩৮ ধারার অধীনে আগাম জামিনের ধারণার প্রায় সমস্ত দিকই ব্যাপকভাবে বিবেচনা করেছে। কম শক্তির বেঞ্চ নিয়ে গঠিত পক্ষগুলির জন্য বেশ কয়েকটি রায় উল্লেখ করা হয়েছে যেখানে আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে যে আগাম জামিন কেবল সীমিত সময়ের হওয়া উচিত এবং সাধারণত সেই সময়কাল বা মানক সময়কালের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে, আগাম জামিন মঞ্জুরকারী আদালতকে বিষয়টি পরিচালনা করার জন্য নিয়মিত আদালতের উপর ছেড়ে দেওয়া উচিত। এই দৃষ্টিভঙ্গি সিবিয়া মামলার [(১৯৮০) ২ এসসিসি

৫৬৫ : ১৯৮০ এসসিসি (সিআরআই) ৪৬৫] সাংবিধানিক বেঞ্চের নেওয়া মতামতের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে, এটি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৪৩৮ ধারার অধীনে আইনসভা দ্বারা কোনও সীমাবদ্ধতার পরিকল্পনা করা হয়নি। সংবিধান বেঞ্চ যথাযথভাবে পর্যবেক্ষণ করেছে যে "আমরা ৪৩৮ ধারার পুনর্লিখনের কোনও বৈধ কারণ দেখতে পাচ্ছি না, হাইকোর্ট বা দায়রা আদালতকে প্রদত্ত বিবেচনার সুযোগ এবং পরিধি প্রসারিত না করে বরং এটিকে সীমাবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে"

১২৩। সিবিয়া মামলায় সংবিধান বেঞ্চ কর্তৃক প্রদত্ত আইনের স্পষ্ট ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে [(১৯৮০) ২ এস. সি. সি ৫৬৫:১৯৮০ এস. সি. সি (সি. আর. আই) ৪৬৫], আগাম জামিনের আয়ু সীমিত করা ঠিক হবে না। যখন আদালত পর্যবেক্ষণ করে যে আগাম জামিন সীমিত সময়ের জন্য এবং তারপরে অভিযুক্তদের জামিনের জন্য নিয়মিত আদালতে আবেদন করা উচিত, তার অর্থ হল '৪৩৮ সি. আর. পি. সি' ধারার আয়ু সেই সীমিত সময়ের পরে শেষ হয়ে যাবে। এই সীমাবদ্ধতা আইনসভা দ্বারা কল্পনা করা হয়নি। সিবিয়া মামলার সাংবিধানিক বেঞ্চ [(১৯৮০) ২ এস. সি. সি ৫৬৫:১৯৮০ এস. সি. সি (সি. আর. আই) ৪৬৫] স্পষ্টভাবে পর্যবেক্ষণ করেছে যে ৪৩৮ সি. আর. পি. সি ধারা পুনর্লিখন করার প্রয়োজন নেই। অতএব, সংবিধান বেঞ্চের ঘোষণাপত্রে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, ৪৩৮ সি. আর. পি. সি ধারার অধীনে জামিন মঞ্জুর করা যাবে না।

১২৪। সিবিয়া মামলার সাংবিধানিক বেঞ্চের রায়ের অনুপাত [(১৯৮০) ২ এস. সি. সি ৫৬৫:১৯৮০ এস. সি. সি. (সি. আর. আই) ৪৬৫] সম্ভবত তাদের লর্ডশিপের নজরে আনা হয়নি যারা সালাউদ্দিন আব্দুলসামাদ শেখ বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য [(১৯৯৬) ১ এস. সি. সি ৬৬৭:১৯৯৬ এস. সি. সি. (সি. আর. আই) ১৯৮], কে. এল. ভার্মা বনাম রাজ্য [(১৯৯৮) ৯ এস. সি. সি. ৩৪৮:১৯৯৮ এস. সি. সি. (সি. আর. আই) ১০৩১], আদরি ধরণ দাস বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য (২০০৫) ৪ এস. সি. সি. ৩০৩:২০০৫ এস. সি. সি. (সি. আর. আই) ৯৩৩] এবং সুনীতা দেবী বনাম বিহার রাজ্য [(২০০৫) এস. সি. সি. ৬০৮

১৩। আমরা মামলার নথি সহ সংশ্লিষ্ট যুক্তিগুলো বিবেচনা করেছি। যেহেতু আমরা হাইকোর্টের সেই আদেশ নিয়ে কাজ করছি যেখানে ২ নং প্রতিবাদীকে জামিন দেওয়া হয়েছে, এবং এই ধরনের আদেশে হস্তক্ষেপের সীমিত সুযোগ ও যে পরামিতিগুলোর উপর ভিত্তি করে এমন আদেশ স্থগিত করা যেতে পারে, তা মাথায় রেখে,

আমরা মনে করি যে ২ নং প্রতিবাদীকে জামিন দেওয়ার জন্য হাইকোর্টের দেওয়া কারণগুলোকে বিকৃত বলা যায় না।অন্তর্বর্তীকালীন আদেশটি পড়ে, যা থেকে আমরা পরিস্থিতিগুলো বিশ্লেষণ করেছি, এটা স্পষ্ট যে হাইকোর্ট জামিনের আবেদন বিবেচনা করার সময় প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলো মনে রেখেছিলেন। নিঃসন্দেহে, ২ নং বিবাদীর বিরুদ্ধে যে অপরাধের অভিযোগ আনা হয়েছে, তা গুরুতর। কিন্তু শুধুমাত্র এই কারণেই জামিনের সুবিধা পুরোপুরি অস্বীকার করা যায় না, যদি জামিন মঞ্জুরের পক্ষে অন্যান্য জোরালো পরিস্থিতি থাকে। হাইকোর্ট সেই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করেছেন যা উপরে অনুচ্ছেদ ৯-এ উল্লেখ করা হয়েছে। আপিলকারীদের আইনজীবী সিআরআরআই, এআইআইএমএস, সিএফএসএল এবং আইআইটি-এর রিপোর্টগুলো ব্যাপকভাবে উল্লেখ করেছেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই। এই রিপোর্টগুলোর প্রমাণিক মূল্য এখনও যাচাই করা বাকি, বিশেষত যখন এই রিপোর্টগুলো ঘটনার অনেক পরে করা গবেষণার ভিত্তিতে দেওয়া হয়েছে। এআইআইএমএস-এর রিপোর্টটি ফটোগ্রাফের ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে, মৃতার ময়নাতদন্তের ভিত্তিতে নয়। উপরন্তু, ২ নং বিবাদীর আইনজীবী একটি আবেদন করেছেন যে এআইআইএমএস কোনো চূড়ান্ত মতামত দেয়নি। তার মতে, অন্যান্য রিপোর্টগুলোর ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। এই পর্যায়ে এই রিপোর্টগুলো গভীরভাবে পরীক্ষা করার কথা আমাদের নয়, কারণ এই কাজটি বিচারিক আদালত করবে যখন এই রিপোর্টগুলো প্রস্তুতকারীরা প্রমাণ করবেন এবং তাদের জেরা করা হবে। তাছাড়া, একটি ফৌজদারি মামলায় যেখানে ২ নং বিবাদীর বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ আনা হয়েছে, সেখানে যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের ঊর্ধ্বে এটি প্রতিষ্ঠা করার দায়িত্ব প্রসিকিউশনের যে, সারা সিংয়ের মৃত্যু একটি হত্যাকাণ্ডের ফল এবং ২ নং প্রতিবাদীই সেই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছেন। কথিত দুর্ঘটনা সম্পর্কে তার আত্মপক্ষ সমর্থন একটি মাত্র কারণ যা খতিয়ে দেখা হবে যে, তার দেওয়া গল্পটি সঠিক কিনা এবং তার প্রভাব কী। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, এই মুহূর্তে সীমিত প্রশ্নটি হলো, হাইকোর্ট জামিন মঞ্জুর করার ক্ষেত্রে তার বিবেচনামূলক ক্ষমতা সঠিকভাবে প্রয়োগ করেছেন কিনা।

১৪। আমাদের অভিমত যে হাইকোর্ট ২ নং আসামীকে জামিন মঞ্জুর করার সময় প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলি বিবেচনা করেছে। অভিযুক্ত আদেশটিও একটি কথা বলার আদেশ যার কারণগুলি বিচারাধীন আসামী জামিন পাওয়ার অধিকারী কিনা তা সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় সংক্ষেপে দেওয়া দরকার। অতএব, অভিযোগকারীর পক্ষে বিদ্বান কৌঁসুলির দ্বারা উদ্ধৃত রায়টি এই মামলার তথ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। আমরা দাতারাম' সিং বনাম উত্তর প্রদেশ রাজ্য ও আনরের 'মামলায় ২০১৮ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারির একটি সাম্প্রতিক রায় উল্লেখ করতে পারি, যেখানে এই আদালত (মদন বি, লোকুর, জে-এর মাধ্যমে কথা বলে) নিম্নলিখিত প্রাসঙ্গিক পর্যবেক্ষণগুলি করেছেঃ

"২। ফৌজদারি আইনশাস্ত্রের একটি মৌলিক স্বীকার্য হল নির্দোষতার অনুমান, যার অর্থ হল যে কোনও ব্যক্তি দোষী সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত নির্দোষ বলে মনে করা হয়। যাইহোক, আমাদের ফৌজদারি আইনে এমন কিছু উদাহরণ রয়েছে যেখানে কিছু নির্দিষ্ট অপরাধের ক্ষেত্রে অভিযুক্তের উপর বিপরীত দায়িত্ব আরোপ করা হয়েছে তবে এটি অন্য বিষয় এবং অন্যান্য অপরাধের ক্ষেত্রে মৌলিক স্বীকার্য থেকে বিচ্যুত হয় না। তবুও আমাদের ফৌজদারি আইনশাস্ত্রের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল জামিন মঞ্জুর করা সাধারণ নিয়ম এবং একজন ব্যক্তিকে কারাগারে বা কারাগারে বা সংশোধনাগারে রাখা (যে কোনও অভিব্যক্তিই ব্যবহার করতে ইচ্ছুক) একটি ব্যতিক্রম। দুর্ভাগ্যবশত, এই মৌলিক নীতিগুলির মধ্যে কিছু আমাদের সমাজের ন্যায়বিচারের জন্য কোনও ভাল কাজ করে না।

৩. কোনও সন্দেহ নেই যে জামিন মঞ্জুর বা অস্বীকার সম্পূর্ণরূপে কোনও মামলা বিবেচনা করে বিচারকের বিবেচনার বিষয়, তবে তা সত্ত্বেও, বিচারিক বিবেচনার প্রয়োগ এই আদালত এবং দেশের প্রতিটি হাইকোর্টের দ্বারা প্রদত্ত বিপুল সংখ্যক সিদ্ধান্তের দ্বারা সীমাবদ্ধ। তবুও, কখনও কখনও আত্মবিশ্লেষণ করার প্রয়োজন হয় যে কোনও মামলার ঘটনা এবং পরিস্থিতিতে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে জামিন অস্বীকার করা সঠিক কাজ কিনা।

XXX XXX,

৭. যাইহোক, আমাদের এই অর্থ বোঝা উচিত নয় যে প্রতিটি মামলায় জামিন মঞ্জুর করা উচিত। জামিন মঞ্জুর বা প্রত্যাখ্যান সম্পূর্ণরূপে বিষয়টির শুনানি করা বিচারকের বিবেচনার মধ্যে রয়েছে এবং যদিও সেই বিচক্ষণতা অবাধ, এটি অবশ্যই বিচক্ষণতার সাথে এবং মানবিক পদ্ধতিতে এবং সহানুভূতির সাথে প্রয়োগ করা উচিত। এছাড়াও, জামিন মঞ্জুরের শর্তগুলি এত কঠোর হওয়া উচিত নয় যে মেনে চলতে অক্ষম, যার ফলে জামিন মঞ্জুর করা বিভ্রান্তিকর।"

১৫. এটা নিয়ে বিতর্ক নেই যে, সারা সিংহের মৃত্যুর ঘটনার পর মৃত ব্যক্তির মা, পরিবারের অন্যান্য সদস্য এবং পরিবারের ঘনিষ্ঠ কয়েকজন চিকিৎসক এসে পৌঁছেছেন। তাঁদের উপস্থিতিতে ময়নাতদন্ত করা হয়েছে। সেই পর্যায়ে কেউ সন্দেহ পোষণ করেননি। ঘটনার নয় দিন পর এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। তদন্তের সময় সিবিআই যে তথ্য সংগ্রহ করেছে, তা ডকুমেন্টারি প্রকৃতির, যা তাঁদের সামনে উপস্থাপিত ছবির ভিত্তিতে দেওয়া হয়েছে এবং বিচারের সময় পরীক্ষা করতে হয়েছে। হুমকির অভিযোগের বিষয়ে, শ্রী মানান যুক্তি দিয়েছিলেন যে

পুলিশ এটি পরীক্ষা করেছে এবং মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। যে কোনও ক্ষেত্রে, হাইকোর্ট প্রসিকিউশনকে জামিন বাতিলের জন্য আবেদন করার স্বাধীনতা দিয়েছে যদি এই জাতীয় কোনও হুমকি বাড়ানো হয় বা জামিনের যে কোনও শর্তে বিবাদী নং ২-এর পক্ষ থেকে কোনও লঙ্ঘন হয়। হাইকোর্ট প্রসিকিউশনের স্বার্থের কথা মাথায় রেখে জামিনের কঠোর শর্ত আরোপ করেছে।

১৬। অতএব, আমরা এই আপিলগুলির মধ্যে এমন কোনও যোগ্যতা খুঁজে পাই না যা সেই অনুযায়ী খারিজ করা হয়।

দিব্যা পান্ডে **আপিল খারিজ**

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal